৯. (ক) ‘প্রামাণ্য’ বলতে কী বোঝায়?

যথার্থ জ্ঞানকে বলে ‘প্রমা’, অযথার্থ জ্ঞানকে বলে ‘অপ্রমা’। জ্ঞান যেমন যথার্থ বা প্রমা হতে পারে, তেমনি অযথার্থ বা অপ্রমাও হতে পারে। প্রমার ভাব হল প্রমাত্ব, আর অপ্রমার ভাব হল অপ্রমাত্ব। ক্ষেত্র বিশেষে উৎপন্ন জ্ঞানে যেমন প্রমাত্ব থাকে, তেমনি আবার ক্ষেত্র

বিশেষে উৎপন্ন জ্ঞানে অপ্রমাত্ব থাকে। একমাত্র ব্যতিক্রম হল নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষজ্ঞান, যাকে প্রমা অথবা অপ্রমা, কোন বিশেষণেই বিশেষিত করা যায় না। বিশিষ্ট জ্ঞান বা সবিকল্পকজ্ঞান মাত্রই হয় প্রমা হবে, অথবা অপ্রমা হবে। সবিকল্পক জ্ঞানের ক্ষেত্রে যা 'প্রমাত্ব', তাই 'প্রামাণ্য' এবং যা 'অপ্রমাত্ব' তাই 'অপ্রামাণ্য' ; অর্থাৎ 'প্রমাত্ব' এবং 'প্রামাণ্য' শব্দ দুটি যেমন সমার্থক, 'অপ্রমাত্ব' এবং 'অপ্রামাণ্য' শব্দ দুটিও তেমনি সমার্থক। 'প্রামাণ্য' এবং 'অপ্রামাণ্য' ধর্ম দুটি জ্ঞান-বহির্ভূত কিন্তু জ্ঞানে আরোপিত কোন ধর্ম নয়, তারা জ্ঞানেরই ধর্মরূপে জ্ঞানে আশ্রিত থাকে।